49042 - যলিহজ্জরে দশদনিরে ফযলিত

প্রশ্ন

অন্যসব দনিরে উপর যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দশদনিরে কি বশিষে ফযলিত আছ? এই দশদনিে যে নকে আমলগুলো বশেি বশেি পালন করা মুস্তাহাব সগেুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যলিহজ্জরে প্রথম দশদনি ইবাদতরে মহান মৌসুম। আল্লাহ তাআলা বছররে অন্যসব দনিরে উপর এ দনিগুলোকে মর্যাদা দয়িছেনে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: "অন্য যে কোন সময়রে নকে আমলরে চয়েে আল্লাহর কাছে এ দনিগুলোর তথা দশদনিরে নকে আমল অধকি প্রয়ি। তারা (সাহাবীরা) বলনে: আল্লাহর পথে জহিাদও নয়!! তনিি বলনে: আল্লাহর পথে জহিাদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নয়িে আল্লাহর রাস্তায় বরেয়িে পড়ে এবং কোন কছিু নয়িে ফরেত না আসে সটো ভন্নি কথা।"[সহহি বুখারী (২/৪৫৭)]

তাঁর থকেে আরও বর্ণতি আছে য, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: "আল্লাহর কাছে ঈদুল আযহার দশদনিে পালনকৃত নকে আমলরে চয়েে অধকি পবত্রি ও অধকি সওয়াবরে অন্য কোন আমল নইে। জজ্ঞিসে করা হল- আল্লাহর রাস্তায় জহিাদও নয়? তনিি বললনে: না; আল্লাহর রাস্তায় জহিাদও নয়। তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নয়িে আল্লাহর রাস্তায় বরেয়িে পড়ে এবং কোন কছিু ছাড়া ফরেত আস।"।[সুনানে দারমেী (১/৩৫৭); হাদসিটরি সনদ সহহি, যমেনটি উল্লখে করা হয়ছেে 'ইরওয়াউল গাললি' গ্রন্থে (৩/৩৯৮)]

এ সকল দললি ও অন্যান্য দললি প্রমাণ করে য, এ দশটি দনি বছররে অন্য দনিগুলোর চয়েে উত্তম; এমনকি রমযানরে শষে দশ দবিসরে চয়েওে উত্তম। তবে, রমযানরে শষে দশরাত্রি যলিহজ্জরে দশরাত্ররি চয়েে উত্তম; যহেতেু ঐ রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর আছ, যে রাতটি হাজার রাতরে চয়েে উত্তম।[দখেুন: তাফসীরে ইবনে কাছীর (৫/৪১২)]

তাই একজন মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছ- খাঁটি তওবা করার মাধ্যমে এ দনিগুলো শুরু করা। এরপর এ দনিগুলোতে অধকি হারে সাধারণ সকল নকে কাজ করা এবং নম্নিোক্ত আমলগুলোর উপর গুরুত্ব দয়ো:

১. রোযা রাখা: যলিহজ্জ মাসরে (প্রথম) ৯ দনি রোযা রাখা মুসলমিরে জন্য সুন্নত। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দশদনিে নকে কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেনে। রোযা রাখা নকে কাজরে অন্তর্ভুক্ত। রোযাকে আল্লাহ তাআলা নজিরে জন্য নর্িবাচন করছেনে। হাদসিে কুদসীতে এসছে- "বনী আদমরে সকল আমল তার নজিরে জন্য শুধু রোযা ছাড়া। রোযা আমারই জন্য। তাই আমি এর প্রতদিান দবি।"[সহহি বুখারী (১৮০৫)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যলিহজ্জ মাসরে ৯ দনি রোযা রাখতনে। হুনাইদা বনি খালদি থকেে তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জনকৈ স্ত্রী থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যলিহজ্জ মাসরে (প্রথম) ৯ দনি, আশুরার দনি ও প্রতমিাসে তনিদনি রোযা রাখতনে। মাসরে প্রথম সোমবার ও প্রথম দুই বৃহস্পতবিার রোযা রাখতনে।[সুনানে নাসাঈ (৪/২০৫) ও সুনানে আবু দাউদ, আলবানী সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (২/৪৬২) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

২. বশেি বশেি আলহামদুলিল্লিাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়া: কনেনা এ দশদনিে তাকবীর দয়ো, আলহামদুলিল্লিাহ পড়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ পড়া সুন্নত। মসজদি, বাড়ীঘরে ও সর্বস্থানে উচ্চস্বরে এগুলো পড়া। এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদত পালন করা হয় ও আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

এগুলো পুরুষরো প্রকাশ্যে পড়বে; আর নারীরা গোপনে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পার। এবং তনিি তাদরেকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রযিকি হসিবেে দয়িছেনে তার উপর নর্িদষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পার"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] জমহুর আলমেরে মত,ে 'নর্িদষ্টি দনিগুলো' হচ্ছ-ে যলিহজ্জরে দশদনি। দললি হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি উক্তি: "নর্িদষ্টি দনিগুলো হচ্ছ-ে যলিহজ্জরে দশদনি।" ইবনে উমর (রাঃ) থকেে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে, তনিি বলনে: "আল্লাহর কাছে এ দশদনিরে চয়েে অধকি মহান ও আমল করার জন্য অধকি প্রয়ি আর কোন দনি নইে। সুতরাং তোমরা এ দনিগুলোতে বশেি বশেি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লিাহ পড়।"[মুসনাদে আহমাদ (৭/২২৪), আহমাদ শাকরে এ সনদটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

তাকবীর বলার পদ্ধতি হচ্ছ-ে 'আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লল্লিাহলি হামদ'; এ ছাড়াও আরও কছিু পদ্ধতি বর্ণতি আছ।ে

বর্তমানে মানুষ এ দনিগুলোতে তাকবীর দয়োর সুন্নত পালন করে না। বশিষেত যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দকিে আপনি খুবই কম সংখ্যক লোককে তাকবীর দতিে শুনবনে। অতএব, এ সুন্নতকে পুনরুজ্জীবতি করতে ও গাফলেদরেকে স্মরণ করয়িে দতিে উচ্চস্বরে তাকবীর দয়ো বাঞ্ছনীয়। ইবনে উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে সাব্যস্ত আছে যে, যলিহজ্জরে দশদনিে তাঁরা দুইজন বাজারে গয়িে তাকবীর দতিনে এবং তাঁদরে তাকবীর শুনে লোকরোও তাকবীর দতি। অর্থাৎ লোকদরে তাকবীররে

কথা স্মরণ হত; তখন প্রত্যকেে নজিে নজিে তাকবীর দতি। এর দ্বারা দলবদ্ধভাবে একই সুরে তাকবীর দয়ো উদ্দশ্যে নয়; কনেনা সটো শরয়িতসম্মত নয়।

কোন বস্মিৃত সুন্নতকে পুনরুজ্জীবতি করা ও এতে প্রভূত সওয়াব থাকার দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর মৃতপ্রায় কোন সুন্নতকে পুনরুজ্জীবতি করবে সে ব্যক্তি ঐ সুন্নতটরি উপর আমলকারীদরে সমপরমিাণ সওয়াব পাবে; কন্তিু, আমলকারীর সওয়াব থকেে কোন কছিু কমানো হবে না।"।[সুনানে তরিমযিি (৭/৪৪৩); অন্যান্য হাদসিরে কারণে এটি 'হাসান' হাদসি]

৩. এ দনিগুলোতে হজ্জ ও উমরা পালন করা: এ দনিগুলোতে সবচয়েে উত্তম আমল হচ্ছে- বায়তুল্লাহ- হারামরে হজ্জ আদায় করা। আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তকিে তাঁর ঘররে হজ্জ আদায় করার তাওফকি দয়িছেনে সে ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে সে হজ্জ আদায় করে তাহলে সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণীতে বর্ণতি প্রতদিানরে অংশীদার হবে: "মাবরুর হজ্জরে প্রতদিান জান্নাত ছাড়া আর কছিু নয়"।

৪. কোরবানী করা: এ দশদনিরে নকে আমলরে মধ্যে রয়ছেে- কোরবানীর পশুকে মোটাতাজা করা, হৃষ্টপুষ্ট করা ও জবাই করা এবং আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাসলি করা।

অতএব, আসুন যইে দনি অবহলোকারী আফসোস করবে সইে দনিরে পূর্বে এবং যইে দনি সে দুনয়িায় ফরিে আসার প্রার্থনা করবে; কন্তিু প্রার্থনা কবুল করা হবে না সইেদনিরে পূর্বে আমরা এ মর্যাদাপূর্ণ দনিগুলোকে কাজে লাগাই।